বৃত্তি শিক্ষা ঃ শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ডেস্‌প্যাচে বৃত্তি শিক্ষার জন্য আইন, চিকিৎসা বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করার সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য সুপারিশ ঃ ডেস্‌প্যাচে নারী শিক্ষা, অনগ্রসর মুসলিমদের শিক্ষার ও বিশেষ ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।

৮.৪.৫ সমালোচনা ঃ

ঐতিহাসিক জেমস্ বলেছেন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে, উডের ডেস্‌প্যাচে তা পরিণতি লাভ করেছে; পরে যা হয়েছে তার উৎসও এখানে। শিক্ষার সর্বনিম্ন ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। তবে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কিত দলিল রচনায় রচয়িতারা বণিক সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ডেস্‌প্যাচ রচয়িতারা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। ঐতিহাসিক জেমস্ এই ডেস্‌প্যাচকে ম্যাগনা কার্টা বলে অভিনন্দিত করেছেন ঠিকই কিন্তু এতখানি প্রশংসা এর প্রাপ্য নয়। ম্যাগনা কার্টা বললে জনগণের কতগুলি অধিকারের সরকারী স্বীকৃতি বোঝায় কিন্তু উডের ডেস্‌প্যাচে শিক্ষা প্রসারের সদিচ্ছা থাকলেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয় নি।

৮.৫ (ঘ) প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন (১৮৮২)

৮.৫.১ প্রেক্ষাপট ঃ

১৮৫৪ সালের ডেস্‌প্যাচের সুপারিশগুলি অবহেলা করে প্রাথমিক ও দেশজ শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করে শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষা ও সরকারি স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষা প্রসারিত হল। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উল্লেখযোগ্য কোন উন্নয়ন ঘটেনি। বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহদানের কথা ডেস্‌প্যাচে উল্লেখিত হলেও কার্যক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ওঠে। এছাড়াও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অনেকগুলিই সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিল। এরকম পরিবেশে শিক্ষাক্ষেত্রে ১৮৫৪ খ্রিঃ থেকে সরকারি নির্দেশ কতটা কার্যকর হয়েছে তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

তাই ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপন প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করলেন। বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়াম হান্টার এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। তাঁর নাম অনুসারে এই কমিশন 'হান্টার কমিশন' নামে পরিচিতি লাভ করে।

৮.৫.২ কমিশনের বিচার্য বিষয় ঃ

১) ১৮৫৪ খ্রিঃ উডের ডেস্‌প্যাচের শিক্ষানীতি কার্যকর হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়।

২) বিশেষতঃ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে সরকার কতটা অবহেলা করেছেন সে সম্পর্কে মতামত প্রদান করা।

৩) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থান কি হবে তা নির্দিষ্ট করা। এবং

৪) বেসরকারি প্রচেষ্টার প্রতি সরকারি নীতি কি হবে তা স্থির করা।

৮.৫.৩ কমিশনের সুপারিশ ঃ

ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলগুলির অবস্থা পরীক্ষা করে রিপোর্টে বলা হয় যে মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ১৮৫৪ খ্রিঃ ডেসপ্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতির বিপরীত কাজ করেছে সরকারী প্রচেষ্টা/বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশে এই নীতি কার্যকারী করার ক্ষেত্রে উন্নতি বা অবনতি কিছুই পরিলক্ষিত হয় নি। স্থানীয় সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কমিশন তাই নতুন করে পরামর্শ দিলেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রটি বেসরকারি প্রচেষ্টার কাছে পুরোপুরি হস্তান্তরের জন্য ধীরে ধীরে সরকারকে সরে আসতে হবে এবং সরকারি অনুদান নীতিকে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন বেসরকারি প্রচেষ্টা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উৎসাহিত, সম্প্রসারিত ও বাস্তবায়িত হয়। এরপর কমিশন শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সর্ম্পকে সুপারিশ করলেন।

৮.৫.৪ দেশীয় শিক্ষা ঃ

দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য দেশীয় লোকেদের স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়। এই বিদ্যালয়গুলিকে উপেক্ষা না করে যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধন করে শিক্ষা প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। এই সব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন এবং পরিদর্শনের দায়িত্ব অর্পিত হবে মিউনিসিপ্যালিটি বা স্থানীয় বোর্ডের উপর। শিক্ষা-বিভাগও এই ধরনের বিদ্যালয়ের একটি তালিকা রাখবে। পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্যদানের রীতি প্রবর্তন করে দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।

৮.৫.৫ প্রাথমিক শিক্ষা ঃ

হান্টার কমিশনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছিল প্রাথমিক শিক্ষা।

১। প্রশাসন ঃ ক) এক একটি জেলা বা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড নিজ নিজ এলাকার বিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

খ) এই স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বও ধীরে ধীরে অর্পণ করতে হবে।

গ) জেলা এবং মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক তহবিল গঠন করবেন।

ঘ) স্থানীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্বের মোট অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে।

ঙ) সরকার শিক্ষাখাতের তিন ভাগের এক ভাগে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনুদান মঞ্জুর করবেন।

২। পাঠ্যসূচি ঃ ক) পাঠ্যসূচি হবে প্রয়োজন ভিত্তিক।

খ) পাঠ্যক্রমে থাকবে গণিত, হিসাব শিক্ষা, পরিমিতি প্রকৃতি বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান, অঙ্কিত শিল্প কলা, কৃষি ইত্যাদি।

গ) প্রাথমিক শিক্ষা হবে জনসাধারণের জন্য মাতৃভাষায়।

ঘ) দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যায়াম, ড্রিল, দেশীয় খেলাধুলা ইত্যাদি।

৩। বিবিধ ঃ ক) শিক্ষাবোর্ড পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার থাকবে।

খ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বেতন গ্রহণ করা হবে। তবে কিছু দরিদ্র ছাত্রদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

৮.৫.৬ মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি নিম্নরূপে ঃ

১। প্রশাসন ঃ ক) মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব কিছু আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে (গ্রান্ট-ইন-এড) ধীরে ধীরে বেসরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া।

খ) তবে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চমান সংরক্ষণের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে উচ্চমানের সরকারি আদর্শ বিদ্যালয় থাকবে।

গ) অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য সরকার নিজ নিয়ন্ত্রাধীণে বিদ্যালয় পরিচালনা করতে পারে।

২। পাঠ্যক্রম ঃ ক) এতদিন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে তত্ত্বগত পঠন পাঠন। যুগের দাবি ছিল ব্যবহারিক শিক্ষা। কমিশন তাই পাঠ্যক্রমকে দুটি অংশে ভাগ করার পরামর্শ দেন। এ-কোর্স এবং বি-কোর্স। এ-কোর্সে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় এবং বি-কোর্সে থাকবে সাহিত্য বহির্ভূত কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য ব্যবহারিক পাঠ্য বিষয়।

খ) অষ্টম শ্রেণির পর শিক্ষার্থীরা নিজ ইচ্ছানুসারে এ অথবা বি-কোর্স বেছে নেবে।

৮.৫.৭ শিক্ষার মাধ্যম ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কমিশন কোন আলোচনা করেন নি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে কমিশন ইংরেজি ভাষাকেই মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন।

৮.৫.৮ শিক্ষক-শিক্ষণ ঃ

শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এজন্য প্রতি মহকুমার একটি করে নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। নর্মাল স্কুলে অন্যদের অপেক্ষা গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাকাল হবে স্বল্পতর। শিক্ষকদের শিক্ষানীতি জানার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে শিক্ষানীতির ব্যবহারিক প্রয়োগ শেখবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৮.৫.৯ উচ্চশিক্ষা ঃ

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিষয়টি কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না। তবুও উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছিল।

ক) কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা।

খ) বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উদারভাবে উৎসাহিত করতে হবে।

গ) কলেজগুলিতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে অধ্যাপক, পরিচালনার ব্যয়, কলেজে শিক্ষার মান, স্থানীয় উপযোগিতা, গ্রন্থাগার, ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি বিচার করা হবে।

ঘ) নির্দিষ্ট সংখ্যক দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে।

৮.৫.১০ বিশেষ শিক্ষা ঃ

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ শিক্ষার সুপারিশ করা হয়। তাদের জন্য অধিক সংখ্যক মক্তব ও মাদ্রাসা স্থাপন ও মুসলমান পরিদর্শক নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।

৮.৫.১১ নারী শিক্ষা ঃ

নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে উদারভাবে সাহায্য করার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক নর্মাল স্কুল স্থাপন এবং মহিলা পরিদর্শিকা নিয়োগের সুপারিশ করেন।

৮.৫.১২ সমালোচনা ঃ

প্রশ্ন ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ মূলত উড ও স্ট্যানলির শিক্ষা নীতিকেই সমর্থন করেছেন। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে উচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটিয়ে শিক্ষার অগ্রগতিকে সম্ভাবনাময় করেছিলেন সন্দেহ নেই।

কমিশনের দ্বিমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা (এ ও বি.কোর্স) ত্রুটিহীন করে বাস্তবায়িত হলে তার ফল সুদূর প্রসারী হতে পারত।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশন যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলেও এই শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কোন সুপারিশ করেননি।

জাতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ভারতীয়রাই গ্রহণ করবে বলে কমিশন দেশীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে ভবিষ্যৎ জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি রচনায় সহায়তা করেছিলেন।